প্রথম আলো

তারিখ 14 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেমিনারে বক্তারা

ইভ টিজিং সামাজিক ব্যাধি এটা রুখতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ইভ টিজিংয়ের প্রতিবাদ করতেই হবে, চুপ থাকা যাবে না। বখাটেদের সামাজিকভাবে রুখতে হবে। প্রয়োজনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা নিতে হবে। এই সামাজিক ব্যাধি মোকাবিলায় ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার 'বখাটে-সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক সেমিনারে আলোচকেরা এ কথা বলেন। রাজধানীর নায়েম মিলনায়তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই সেমিনারের আয়োজন করে।

সেমিনারের প্রধান অতিথি এবং জাতীয় সংসদের স্পিকার মো. আবদুল হামিদ বলেন, ইভ টিজিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া-আসার পথে হচ্ছে এমন নয়, বর্তমানে তা সব জায়গায় হচ্ছে। সভ্য সমাজে এটা কাম্য নয়। চুপ করে না থেকে এর প্রতিবাদ করতে হবে।

স্পিকার বলেন, সরকার একা এই সামাজিক ব্যাধি মোকাবিলা করতে পারবে না। সরকার উদ্যোগ নিলে তা বাস্তবায়নে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও বলেন, বখাটেরা সমাজেরই অংশ, তাই তাদের কর্মসূচির আওতায় এনে সংশোধন করতে হবে।

বিশেষ অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন বলেন, ১৯৬০ সালের দণ্ডবিধিতে ইভ টিজিংকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে শুধু আইন দিয়ে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। জনগণকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ইভ টিজিংকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার নারী নির্যাতন আইনে সংশোধন করতে চাইছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ইভ টিজিং প্রতিরোধে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সমন্বয়ে কমিটিও গঠন করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যম ইভ টিজিং সমস্যাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলেন, বিভিন্ন নাটক বা সিনেমায় যে ছেলেটি উত্ত্যক্ত করছে দেখা যায়, পরবর্তীকালে নায়িকা তার সঙ্গেই প্রেম করছে।

মুক্ত আলোচনায় কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, ইভ টিজিং প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ফরাস উদ্দিন আহমেদ বলেন, পারিবারিক মূল্যবোধ ভেঙে পড়ায় ইভ টিজিং বাড়ছে। উইমেন ফর উইমেনের প্রেসিডেন্ট সালমা খান বলেন, বখাটেরা স্থানীয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত, এটা এড়িয়ে গেলে চলবে না। ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের উপাচার্য রফিকুল ইসলাম আকাশ সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব দেন। অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের দেশীয় প্রতিনিধি ফারাহ কবীর বলেন, বিভিন্ন এলাকার কিশোর-কিশোরীরা বখাটেদের প্রতিরোধে যেসব উদ্যোগ নিয়েছে তা সবাইকে জানানোর উদ্যোগ নিতে হবে। সাংসদ সারাহ বেগম কবরী বলেন, বখাটেদের চিহ্নিতকরণ ও সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য যৌন হয়রানিবিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি।

সেমিনারের মূল বক্তব্য উপস্থাপনের সময় মহিলা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রওশন আরা বেগম বলেন, ইভ টিজিংয়ের কারণে আত্মহত্যা ও বাল্যবিবাহ বাড়ছে, মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হচ্ছে। শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনার পরিচালনা করেন অতিরিক্ত সচিব সিরাজুল ইসলাম।